মায়ের মতো

অনুশীলন করছেন সেরেনা উইলিয়ামস। কোর্টের বাইরে থেকে দেখছে কন্যা অলিম্পিয়া।

কৃষ্ণার গোলে জয়যাত্রা এটিকে বাগানের

কেরালা ব্লাস্টার্স–০
এটিকে মোহনবাগান–১ (রয় কৃষ্ণা)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ নভেম্বর : 'লেটস ফুটবল' এখন নিউ নর্মাল ফুটবল। করোনা আবহে ভারতবর্ষ যখন নানাদিক থেকে জর্জরিত, নানা অস্থিরতা, তখনই মাঠে ফিরে এল ফুটবল। বাম্বোলিমের জিএমসি স্টেডিয়ামে আইএসএলের মতো ফুটবল যজ্ঞ শুরু হতেই স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সত্যিকারের লড়াইটা বোধহয় এদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল। আর অনেক বদলে যাওয়া জিনিসের মতোই বদল হল সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দলেরও। মোহনবাগানের সঙ্গে জুড়তেই কলকাতার দলের কাছে এল গত তিন মরশুমের অধরা জয়। রয় কৃষ্ণার একমাত্র গোলে তিন পয়েন্ট নিয়ে অভিযান শুরুর পাশাপাশি ডার্বির জন্য আত্মবিশ্বাসের জমিটাও তৈরি করে নিল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল। ব্যক্তিগত ক্যারিশমার ঝলক প্রথম ম্যাচেই।

উদ্বোধনী ম্যাচে গত মরশুমের চ্যাম্পিয়নরা খেলবে, এটাই স্বাভাবিক। যদিও এবার আর এটিকের আলাদা করে কোনও অস্তিত্ব নেই। তাদের নতুন পরিচয় এটিকে মোহনবাগান নামে। প্রথমবার আইএসএলে সবুজ-মেরুন জার্সি দেখে নিশ্চয় সমর্থকরা বারবার উদ্বেলিত হয়েছেন। ম্যাচের শেষদিকে এক গোলে এগিয়ে থাকা অবস্থায় ফ্যান ওয়ালে বাগান সমর্থকদের উদ্বিগ্ন মুখ বারবার ধরা পড়ছিল। আর এই আবেগটারই যেন এতকাল অভাব ছিল আইএসএলে। আয়োজকরা ম্যাচটার গুরুত্ব একটা বিশেষ তারে বেঁধে দিয়েছিলেন। মোহনবাগানের মতো ঐতিহ্যশালী এবং সমর্থকপুষ্ট ক্লাবের প্রথম ম্যাচেই মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে ব্লাস্টার্সের কোচের সঙ্গে তাদের সদ্যবিচ্ছেদ, কেরালার সঙ্গে সন্দেশ ঝিংগানের দীর্ঘ ছয় বছরের সম্পর্কের ব্যাপারটা যেমন এক্ষেত্রে মাথায় রাখা হয়েছে তেমনি আবার গত তিন মরশুমে ইয়েলো আর্মির বিরুদ্ধে (সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দলের পুরোনো আকচা-আকচিও গুরুত্ব পেয়েছে।

কিবু ভিকুনা তাঁর ট্রেডমার্ক পজেশনাল ফুটবলই খেলিয়েছেন। দল সাজিয়েছিলেন ৪-২-৩-১-এ গ্যারি হুপারকে একা সামনে রেখে। ছোট ছোট পাসে সুন্দর খেললেও গত মরশুমে জোসেবা বেইতিয়া, ফ্রান গঞ্জালেস মুনোজ, নাওরেম নংদাম্বাদের মিলিত প্রচেষ্টায় যতটা দৃষ্টিনন্দন ছিল তাঁর দলের খেলা, এদিন তার থেকে অনেক বেশি কেজো লেগেছে। সদ্য কোয়ারান্টিন পর্ব কাটিয়ে ওঠা বাকারি কোনে, কোস্তা নামোইনেসুকে সঙ্গী করে যথেষ্ট নিরাপত্তা দিলেও হুপার কিন্তু গোয়ার গরমে বেশ কাবু হয়েই থাকলেন। নাহলে ৩৭ মিনিটে নাওরেমের তোলা একটা দুর্দান্ত ক্রসে তিনি মাথা লাগাতে পারতেন। সন্দেশ তাঁকে প্রায় সবসময়ই বগলদাবা করে রেখে দিলেন। ভিকুনার দলে অবাক করা সংযুক্তি ছিল ডিফেন্সে প্রশান্ত কে। মাইকেল সুসেইরাজকে মাঠছাড়া করা ছাড়া তিনি আর বিশেষ কিছু করেননি। নীশু কুমার, রাহুল কেপিদের মতো উঠতি তারকাদের বাইরেই রেখেছিলেন ভিকুনা। তবে এদিন কিন্তু বেশ হতাশ করলেন সাহাল আবদুল সামাদ। বিরতির পরেই একটা নিশ্চিত সুযোগ তিনি যেরকম হাস্যকরভাবে বাইরে শট মেরে নষ্ট করলেন, তা ব্লাস্টার্স সমর্থকদের অবাক করল।

উলটো দিকে, হাবাস দল নামিয়েছিলেন ৩-৫-১-১ ছকে। সন্দেশ-তিরির সঙ্গে ছিলেন এদিনের অধিনায়ক প্রীতম কোটাল। দুইপাশে প্রবীর দাস ও সুসেইরাজের কাজ ছিল উঠেনেমে ডিফেন্স এবং মাঝমাঠকে সাহায্য করা। তবে এটিকে মোহনবাগানের প্রথম ঝটকাটা লাগে মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে। প্রশান্তের কড়া ট্যাকলে চোট পেয়ে সুসেইরাজ মাঠ ছাড়ায়। এমন নয়, তাঁর পরিবর্ত শুভাশিস বসু খারাপ খেললেন কিন্তু একটা দলে শুরুতেই চোটের জন্য পরিবর্ত নিতে হলে, কোচের পরিকল্পনাটা ঘেঁটে যায়। হাবাস এদিনও শুরু থেকেই তাঁর সেই বিখ্যাত কাউন্টার অ্যাটাক নির্ভর ফুটবলের ওপরেই নির্ভর করছিলেন। ভিকুনা গত মরশুমে যেহেতু হাবাসের খেলা কলকাতায় বসে দেখেছেন তাই, ওই গতি বাড়িয়ে কাউন্টার অ্যাটাকে যাওয়াটা ব্লক করে দেন ডিফেন্সের সামনেই। তাছাড়া মুশকিল হচ্ছে একটা লম্বা সময় কৃষ্ণার খেলার মধ্যে না থাকা ও ডেভিড উইলিয়ামসকে পাশে না পাওয়াও সমস্যা তৈরি করেছে। নাহলে প্রথমার্ধে দুইবার যেভাবে তিনি বক্সের মধ্যে বল পেয়েও সুযোগ হেলায় হারালেন, তা গত মরশুমে কখনও দেখা যায়নি। বরং একটু পিছন থেকে এডু গার্সিয়া একাই লড়ছিলেন। সারা মাঠজুড়ে তাঁর খেলা রীতিমতো নজর কেড়েছে। অবশেষে ৬৩ মিনিটে মনবীর সিংকে নামাতেই বদলে গেলেন রয়। ৬৮ মিনিটে মনবীরের তোলা বলে বাঁ পায়ের জোরালো শটে হার মানালেন আলবিনো গোমসকে। ম্যাচের সেরা তাঁকে ছাড়া আর কাকেই বা বেছে নেওয়া যেত এরকম ম্যাচে! শেষ দিকে নামলেন উইলিয়ামসও। এটিকে আক্রমণে লোক বাড়াতেই বল পজেশনে পিছিয়ে থেকেও জয় ছিনিয়ে নিতে সমস্যা হল না। ফুটবলে গোল এবং খেলার ফলই শেষ কথা বলে। ফলে গোটা ম্যাচজুড়ে বল পজেশন এগিয়ে থাকা বা ভালো খেলাটা কাজেই এল না কেরালা ব্লাস্টার্সের। ৩ পয়েন্ট দিয়ে টুনামেন্ট শুরু করায় বাড়তি মনোবল পেয়ে গেলেন প্রবীর-প্রীতমরা। তুলনায় নিজের জন্মদিনটা তেতো হয়ে গেল ব্লাস্টার্স কোচ ভিকুনার। আইএসএলের বাকি ম্যাচ নিয়ে তাঁকে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করতে হবে।

গোয়ার বাম্বোলিমে গোলের সেলিব্রেশন সপ্তম ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রথম ম্যাচের সেরা ফুটবলার রয় কৃষ্ণার (ডানদিকে)।

এটিকে মোহনবাগান

অরিন্দম, প্রীতম, তিরি, সন্দেশ, প্রবীর, ম্যাকহিউজ, প্রণয় (মানবীর), জাভি, সুসেইরাজ (শুভাশিস), এডু গার্সিয়া ও রয় কৃষ্ণা (উইলিয়ামস)।

কেরালা ব্লাস্টার্স

অ্যালবিনো, প্রশান্ত, বাকারি কোনে (পেরেইরা), কোস্তা, জেসেল, ভিসেন্তে, সিডোনচা (মারে), ঋতিক, সাহাল (লালরুয়াথারা), নাওরেম (সত্যাসেন) ও হুপার।

ডার্বির ভাবনা শুরু কৃষ্ণার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বর : প্রথম ম্যাচে তাঁর একমাত্র গোলে জয়। নতুন জার্সিতেও নিজের কাজ শুরু করে দিলেন রয় কৃষ্ণা। ম্যাচ শেষ করেই এবার ডার্বির ভাবনা শুরু করে দিলেন তিনি। এদিন ম্যাচের পর নিজেই বলেছেন, '২৭ তারিখের বড় ম্যাচের জন্য অপেক্ষা করছি। আজকের জয়ে দলের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। যা কাজে লাগবে ওই ম্যাচে। কলকাতা ডার্বি দেখেছি এর আগে। কীরকম উন্মাদনা তৈরি হয় জানি। এবার ম্যাচটা খেলতে চাই।' তিনি আরও বলেন, 'ডার্বির আগে এই জয়টা আমাদের উদ্বুদ্ধ করবে।' এদিনের জয়ের জন্য তিনি কৃতিত্ব দিলেন কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকে। গত মরশুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা এই জয় প্রসঙ্গে বলেন, 'এই জয়ের জন্য কোচকেই কৃতিত্ব দিতে হবে। ওরা যথেষ্ট ভালো খেলছিল। সেসময় আমাদের কোচের মস্তিষ্কই বদলে দিল ম্যাচটা। এখন আমাদের ফোকাসে ডার্বি।' ম্যাচের ১৫ মিনিটের মধ্যে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন মাইকেল সুসেইরাজ। পরে চোটের জায়গা অর্থাৎ হাঁটুতে বিশাল ব্যান্ডেজ বেঁধে মাঠ ছাড়তে দেখা যায়। শনিবার এমআরআই হওয়ার পরেই বোঝা যাবে চোট কতটা গুরুতর। চোট সারতে তাঁর সময় লাগলে ডার্বি ম্যাচে তাঁকে নাও পেতে পারেন হাবাস।

বাগদত্তার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট সারছেন যুযবেন্দ্র চাহাল।

একগুচ্ছ আইন মেনেই মাঠে নামতে পারবেন ফুটবলাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর : সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলেই তড়িঘড়ি রেফারির কাছে পৌঁছে তর্ক জুড়ে দেওয়া অথবা ম্যাচ শেষে রেফারি ও সহকারী রেফারিদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করা, ফুটবলের আইনে এর কোনওটাই খুব একটা ভালো চোখে দেখা হয় না। এবার আইএসএলে কিন্তু আরও বেশি কড়াকড়ি। ফুটবলার থেকে আইএসএলের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে দূরে রাখতে যে দীর্ঘ বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে, তাতে পরিষ্কার বলা আছে, ম্যাচের সময়ে কিংবা পরে রেফারি ও ম্যাচ অফিশিয়ালদের কাছাকাছি যাওয়া এবার একেবারেই বারণ। বারবার এই বিধিভঙ্গ করলে শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে আইনভঙ্গকারীকে। ম্যাচের সময় ছাড়া বাকি সময়টা ফুটবলার এবং ম্যাচ অফিশিয়ালদের অবশ্যই একে অপরের সঙ্গে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

এখানেই শেষ নয়। এবারের প্রতিযোগিতায় যে কোনও ম্যাচ খেলতে নামার আগে একগুচ্ছ বিধিনিষেধ মাথায় রাখতে হবে ম্যাচের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে। আগের মতো বাস থেকে নেমে সোজা ওয়ার্মআপ করে খেলতে নেমে পড়া এবং ম্যাচ জিতলে সমর্থকদের দিকে হাত নেড়ে, সেলফি তুলে আবার বাসে উঠে যাওয়া, সবই এবারের কোভিড প্রোটোকলে একেবারেই নিষিদ্ধ। এই নিউ নর্মালের যুগে নতুন আইন বলছে, ম্যাচের সঙ্গে যুক্ত যে কোনও দলের ফুটবলার, কোচ এবং কর্তারা যে গাড়িগুলি করে মাঠে আসবেন, তাতে আদতে যত যাত্রী ধরে, তার অর্ধেক মানুষ উঠতে পারবেন। মাঠে পৌঁছোনোর পর সংগঠকদের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হবে। সেই পরীক্ষা সন্তোষজনক হলে তবেই স্টেডিয়ামে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যাবে।

দলগুলিকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মাঠে পৌঁছোনো থেকে মাঠ ছাড়া অবধি সবার মুখে মাস্ক পরে থাকাই আদর্শ বিধি হিসেবে ধরা হচ্ছে। একমাত্র ওয়ার্মআপ এবং খেলার সময় ফুটবলার ও কোচদের জন্য এই বিধি শিথিল করার অনুমতি রয়েছে। খেলা চলাকালীনও একগাদা বিধিনিষেধ। গোল করতে পারলে একে অপরকে উন্মত্তের মতো জড়িয়ে ধরা, হাতে হাত মিলিয়ে প্রবল ঝাঁকানো, ম্যাচের পর ঘামে ভেজা জার্সি অপর দলের ফুটবলারের সঙ্গে বিনিময় করা, এসব এই মরশুমে একবারেই নৈব নৈব চ। এমনকি বলা হয়েছে, প্রত্যেকে যেন নিজের জলের বোতল, ঘাম মোছার তোয়ালে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। প্রত্যেকটি বোতলের গায়ে মার্কার দিয়ে স্পষ্ট করে লিখে রাখতে হবে নিজের নাম। থুতু ফেলা, নাক ঝাড়া একেবারেই চলবে না। একান্ত প্রয়োজন হলে বিশেষ টিস্যু পেপারে থুতু ফেলে কাগজটিকে ফেলতে হবে নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে।

এমনকি ড্রেসিংরুম ব্যবহারের ওপরও বহু বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। ম্যাচ চলাকালীন চাইলেই ড্রেসিংরুম ব্যবহার করা চলবে না, তার জন্য ম্যাচ কমিশনারের অনুমতি প্রয়োজন। মাঠ থেকে বহিষ্কৃত ফুটবলারও ড্রেসিংরুমে যেতে পারবেন অল্প সময়ের জন্য, তারপরে তাঁকে গিয়ে বসতে হবে গ্যালারিতে বিশেষভাবে তৈরি আসনে। পাশাপাশি একথাও বলতে হবে, এই আইনগুলি আইএসএলেই যে প্রথম এল তা কিন্তু মোটেই নয়। মাসখানেক আগেই এই একই পদ্ধতিতে কলকাতায় হয়ে গিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের আই লিগ কোয়ালিফায়ার এবং যথেষ্ট সফলতার সঙ্গেই হয়েছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না। তবে সন্দেহ নেই আইএসএল প্রচুর লম্বা প্রতিযোগিতা। সুতরাং, কাজটাও অনেক কঠিন। মজার ব্যাপার হল, কোভিড প্রোটোকলে স্টেডিয়ামের ভিতর সাংবাদিকদের বিধিনিষেধ নিয়েও বেশ কিছু কথা বলা আছে। কিন্তু সাংবাদিকদের তো এবার ডাকেনি কর্তৃপক্ষ। তবে কার জন্য এই আইন প্রণয়ন?

বৈঠক ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বর : শনিবার এগজিকিউটিভ কমিটির সভা ইস্টবেঙ্গলে। ক্লাবতাঁবুতে বৈঠকে বসছেন কর্মকর্তারা। ইস্টবেঙ্গলে ইনভেস্টর এলেও বিনিয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে তালমিলের অভাব স্পষ্ট। বিভিন্ন ইস্যুতে মতান্তর চোখে পড়ছে। ক্লাব লাইসেন্সিংয়ের জন্য সংশোধিত চুক্তিপত্র ইতিমধ্যে ক্লাবের কাছে চেয়ে পাঠিয়েছেন লগ্নিকারী সংস্থা। জটিলতার জন্য ক্লাব কাঠগড়ায় তুলেছে আগের বিনিয়োগকারী সংস্থা কোয়েসের অস্বচ্ছ ভূমিকাকে। পাশাপাশি এখনও পর্যন্ত বোর্ড অফ ডিরেক্টরসে ক্লাবের তরফে কারা থাকবেন তা চূড়ান্ত নয়। ক্লাব সূত্রের খবর, বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হতে পারে সভায়।

সেমিতে বাঁশ লাইন

ফাঁসিদেওয়া, ২০ নভেম্বর : সহদরগছ তরুণ সংঘের ১৬ দলীয় উজ্জ্বল কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল বরো লাইন ও বাঁশ লাইন। শনিবার দুই দল সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে। শুক্রবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে বরো লাইন ২-১ গোলে হারিয়েছে কাজিগছকে। বরো লাইনের ফেন্সি বেঙ্গরা ও কার্তিক কুজুর গোল করেন। কাজিগছের গোলটি সূর্য টুডুর। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে বাঁশ লাইন টাইব্রেকারে ২-০ গোলে জিতেছে বিধাননগরের বিরুদ্ধে।

করোনা সংক্রামিত অভিষেক, ঋত্বিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বর : বেঙ্গল টি২০ চ্যালেঞ্জার শুরুর আগে করোনা সংক্রামিত হলেন বাংলার আরও তিন ক্রিকেটার। দুইদিন আগেই করোনা ধরা পড়েছিল অভিমন্যু ঈশ্বরণের। শুক্রবার ১৪২ জনের করোনা পরীক্ষা হয়। যাঁদের মধ্যে চারজনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তিন ক্রিকেটার অভিষেক রমন, ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়, দীপ চট্টোপাধ্যায় ছাড়া অন্যজন হলেন দুর্নীতি দমন শাখার পার্থপ্রতীম সেন। সংক্রামিতদের চিকিৎসার জন্য সিএবি-র মেডিকেল টিমের কাছে পাঠানো হয়েছে।

সেমিতে নোভাক

লন্ডন, ২০ নভেম্বর : এটিপি ফাইনালসের শেষ চারে পৌঁছে গেলেন নোভাক জকোভিচ। রাউন্ড রবিন লিগের ম্যাচে জার্মানির আলেকজান্ডার ভেরেভকে ৬-৩, ৭-৬ (৭/৪) গেমে হারিয়ে তিনি সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেন। শনিবার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে নোভাক খেলবেন ডমিনিক থিয়েমের সঙ্গে।

ধারে-ভারে এগিয়ে মুম্বই, লড়াইয়ে তৈরি নর্থ ইস্ট
-চোদ্দোর পাতায়

অ্যাডিলেডে লকডাউন, টেস্টের আশা উজ্জ্বল
-পনেরোর পাতায়

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে দলসিংপাড়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।-আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

চ্যাম্পিয়ন দলসিংপাড়া

আলিপুরদুয়ার, ২০ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত জেলা পরিষদ কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল দলসিংপাড়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। আশুতোষ ক্লাবের মাঠে শুক্রবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। দলসিংপাড়ার হেমরাজ ভুজেল ও জুবিলির সঞ্জু কুজুর গোল করেন। ১০ গোল করে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন জুবিলির শ্রীকুমার কার্জি। ফাইনালের সেরা দলসিংপাড়ার প্রদিম লামা। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে মারাখাতার দইমালু ক্লাব। পুরস্কার তুলে দেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শীলা দাস সরকার, প্রাক্তন খেলোয়াড় কল্যাণ উদয় মুখোপাধ্যায়, নীলরতন ভৌমিক, শান্তি দাম প্রমুখ।

সেমিফাইনালে একলাখি

সামসী, ২০ নভেম্বর : নবীন প্যারাডাইস ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠেছে একলাখি একাদশ। পাকুড়তলা ফুটবল মাঠে শুক্রবার তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে জিতেছে শেখপুরা সাথী একাদশের বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল হয়নি। ম্যাচের সেরা একলাখির শিবনাথ টুডু। অন্য ম্যাচে আয়োজকরা ৪-০ গোলে হারিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর একাদশকে। ম্যাচের সেরা বদরুল ইসলাম জোড়া গোল করেন। অন্য দুটি গোল ইয়াকুব আলি ও আশরাফুল আলমের। রবিবার প্রথম সেমিফাইনালে একলাখি মুখোমুখি হবে ভাদো একাদশের।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পুনের বাসিন্দা

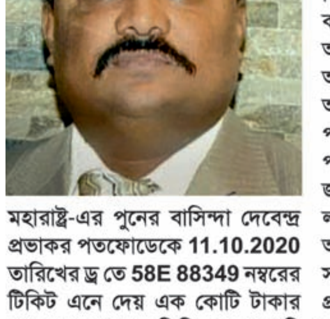

মহারাষ্ট্র-এর পুনের বাসিন্দা দেবেন্দ্র প্রভাকর পতফোডেকে 11.10.2020 তারিখের ড্র তে 58E 88349 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার পাওয়ায় খুবই উচ্ছ্বসিত। আনন্দিত বিজয়ী বললেন, "আমি বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে বহু মানুষকে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারিতে কোটি কোটি টাকা জিততে দেখেছি। আমার আগ্রহের জন্য আমি নিয়মিত ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি কেনা শুরু করেছি। কিন্তু আমি কখনও ভাবিনি যে আমি কোটিপতি হয়ে যাব। এখন আমার স্বপ্ন পূরণ হওয়ার জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এই টাকার পরিমাণটি কিছু সম্পত্তি কেনার জন্য ও পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেওয়ার জন্য ব্যবহার করব।" ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি এখন অনেকেরই জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখা যায় বলে গোটা প্রক্রিয়াটাই পুরোপুরি স্বচ্ছ। বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি কিনছেন।

সম্পাদক ঃ সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস ঃ ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ঃ ২২৪৩-৫৬৬৩, ২২১০-১৮২০/১২০১, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৪৩-৫৬১৮, ২৪১৯২৩৫৮। জলপাইগুড়ি অফিস ঃ থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস ঃ সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস ঃ এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন ঃ ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস ঃ মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন ঃ ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ২২১৬৯৬ (বিজ্ঞাপন ও অফিস), ফ্যাক্স ঃ ২২১৬৯৪। শিলিগুড়ি ফোন ঃ সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার ঃ ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন ঃ ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন ঃ ২৫২৬৬৩৫, অফিস ঃ ২৫২৯৬৬১, ২৫২৬৯৯৯ ও ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ ঃ ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, রিপোর্টিং ঃ ২৫২০০০৩, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। ফ্যাক্স ঃ ০৩৫৩-২৪৩৪৪৪৫/২৫২৯৬৬০।
Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com uttarbanga@indiatimes.com Website : http://www.uttarbangasambad.in